কোটচাঁদপুর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত

দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা,গড়বো আগামীর শুদ্ধতা এই প্রতিপাদ্যে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হযেছে। বিভিন্ন কর্মসুচীর মধ্যদিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে।

প্রতিবছরের ন্যায় আজ সোমবার সকালে কোটচাঁদপুরেও আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করা হয়। যার মধ্যে ছিল জাতীয় ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির পতাকা উত্তোলন, বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণা ও মানববন্ধন। পরে কোটচাদপুর উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কোটচাঁদপুর দুর্নীতি বিরোধী কমিটির সভাপতি হুমায়ন কবিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) জান্নাতুন মাওয়া, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ কবির হোসেন মাতুব্বর, দুর্নীতি বিরোধী কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ ওলিয়ার রহমান, দুর্নীতি বিরোধী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, সাফদালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, দোড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, কুশনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহারুজ্জামান সবুজ, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা দ্বীন ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক শাহ জামাল।

শৈলকুপায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে

আহত ব্যক্তির মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দীঘলগ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত কৃষক বাদশা মোল্লা (৪৪) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত বাদশা মোল্লা ওই গ্রামের রাহেন মোল্লার ছেলে এবং বিএনপি কর্মী।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীঘলগ্রামের মোক্তার মোল্লার সমর্থকদের সাথে মাহাতাব মোল্লার সমর্থকদের মাঝে বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জেরে গত শুক্রবার উভয়-পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে মোক্তার মোল্লার সমর্থক বাদশা মোল্লা গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। আজ সোমবার সকালে চিকিৎসাধীণ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এদিকে তার মৃত্যুর সংবাদ এলাকায় পৌঁছালে প্রতিপক্ষের বেশ কয়েকটি বাড়ি-ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) মহিদুর রহমান জানান, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন আছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত আছে।

৪ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে ম্যাটস শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

১০ম গ্রেডে শুন্যপদে নিয়োগ, নতুন পদ সৃজন, আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও বিএমএন্ডডিসি স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চশিক্ষাসহ ৪ দফা দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন ঝিনাইদহ ম্যাটস’র

শিক্ষার্থীরা।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালন করা হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ ম্যাটস ও তোফাজ্জেল হোসেন ম্যাটস’র শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক শাহরিয়ার পরশ, ঝিনাইদহ ম্যাটস’র শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান, মঈন উদ্দিন, আদিত্য কর্মকার, মিলি, সাগর পালসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সতন্ত্র মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড, অসংগতিপুর্ণ কোর্স কারিকুলাম সংশোধন, ১ বছরের ভাতাসহ ৪ দফা দাবী বাস্তবায়নের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে দুই দিন ব্যাপী তথ্য মেলার উদ্বোধন

ঝিনাইদহে ২ দিন ব্যাপী তথ্য মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও সনাকের আয়োজনে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা সনাকের সভাপতি এম সাইফুল মাবুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক

রথীন্দ্রনাথ রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা তথ্য অফিসার এমকে ইমাম মেহেদি শাহ আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা, সনাকের সিনিয়র সদস্য আবু তাহের। স্বাগত বক্তব্য দেন সনাকের সদস্য ইলা রানী বিশ্বাস।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সনাকের সিনিয়র সদস্য এন এম শাহজালাল। আয়োজকরা জানায়, এবারের মেলায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ৩০ টি স্টল স্থান পেয়েছে। সরকারি বিভিন্ন সেবা, উন্নয়নমুলক কাজ ও চলমান প্রকল্পের তথ্য পাওয়া যাবে এ মেলায়।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন

‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ডিসেম্বর) সকালে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পতাকা উত্তোলন শেষে বেলুন উড়িয়ে দিবসটি উদ্বোধন করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের মহাসড়কে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বকুল চন্দ্র কবিরাজ, অতিরিক্ত পুলিশ মুন্না বিশ্বাস, দুর্নীতি দমন কমিশন ঝিনাইদহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক তরুন কান্তি ঘোষ, সরকারি কেসি কলেজের প্রাক্তণ অধ্যক্ষ ড. বি এম রেজাউল করিমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তারা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলার মাটিতে ১৪ দলের দোসররা কেউ রাজনীতি করতে পারবে না- রাশেদ খান

বাংলার মাটিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের দোসররা কেউ রাজনীতি করতে পারবে না বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গঠন ও রাষ্ট্র সংস্কারে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলার সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় নেতা এবিএম আশিকুর রহমান, বিল্লাল হোসেন, গণঅধিকার পরিষদের ঝিনাইদহ জেলার সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন কবির, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল ও রিহান উদ্দীন রায়হান। সভা পরিচালনা করেন ছাত্রঅধিকার পরিষদের নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

রাশেদ খাঁন বলেন, যারা ভারতে বসে নাটাই ঘুরায়, বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে নাক গলায়, দিল্লিতে বসে বাংলাদেশে কে ক্ষমতায় আসবে কি আসবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের ষড়যন্ত্র আর কুট পরিকল্পনা রুখে দিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মোদির আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলন আমরাই করেছিলাম। দিল্লির কসাই মোদীর হাতে মুসলমানদের রক্ত লেগে আছে। তাকে প্রতিহত করতে সেদিন গণঅধিকার পরিষদ মাঠে নেমেছিল এবং জেল জুলুমের শিকার হয়েছিল।

রাশেদ খাঁন বলেন, খুনি হাসিনা ও তার দলকে বিচারের মুখোমুখি না করা পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না। শুধু আওয়ামী লীগই নয়, জাতীয় পার্টিসহ ফ্যাসিষ্ট হাসিনার আশির্বাদপুষ্ট ১৪ দলের কোন নেতাকর্মীকে ডামি, মামি ও স্বতন্ত্র পদে নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না। খুনি হাসিনাকে গণহত্যা ও

কোটচাঁদপুরে বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। আজ শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের জালালপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন,ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেনের পিতা,মাতা,ভাই ও বোনেরা।

তিনি বলেন,কোটচাদপুর উপজেলার ৫৩ নং জালালপুর মৌজার জমিতে আমাদের পৈত্রিক বসত বাড়ি। ওই
জমিতে আমরা দীর্ঘদিন বসবাস করে আসছি। বেশ কিছু দিন ধরে ওই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের ওই বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে বিভিন্ন ধরনের বাহানা ও হুমকি ধামকি সহ মারপিটেরও ঘটনা ঘটিয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,ছবদুল বিশ্বাস ইতোমধ্যে আমাদের বসতবাড়ীর উত্তর পার্শ্বের ০৩ ফুট জমি দখল করেছেন। তৈরি করেছেন ওই দখল করা জমিতে গরুর ফার্ম। তিনি এখন ওই গরুর ফার্মের ময়লা আবর্জনা, গরুর মলমূত্র আমার বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় ফেলছেন। যাতে করে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছি আমরা। বিনস্ট হচ্ছে আমাদের ফলজ গাছসহ অনেক গাছগাছালি।

বিষয়টি নিয় পূর্বে বেশ কয়েকবার তাকে নিষের করা হয়েছে। তবে তিনি তা কর্ণপাত করেননি। এখন ছবদুল বিশ্বাস নির্দেশে তাঁর সহযোগী অহিদুল ইসলাম ও আহসান হোসেন মিলে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। তারা এখন জোরপূর্বক আমার বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে চলাচলের রাস্তা তৈরির পায়তারা করছেন।

আয়ুব হোসেন বলেন,ঘটনাটি আমরা জানার পর তাদের সঙ্গে বাকবিতন্ডা হয়। এ সময় তারা আমার ও আমার পরিবারের কয়েক জনকে মারপিট করেন। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। এতে করে ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়।

এরপেক্ষিতে তারা গেল ০২/১২/২০২৪ তারিখে রাত ১১.০০ ঘটিকার সময় তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে এসে আমাদের বসত বাড়ি, রান্নাঘর, কবুতরঘর ভেঙ্গে দেন। কেটে দেন ফলজ ও বনজ গাছ-পাছালি।

এ সময় আমি কোটচাদপুর মডেল থানা ও তালসার পুলিশ ক্যাম্পে কল করা হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনির কেউ কোন সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। এরপর তারা আমাকে ঢিল দিয়ে আঘাত করেন। এতে আমি গুরুতর আহত হয়। পরে প্রাণভয়ে চিৎকার করে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর তারা আমাকে খুঁজে বেড়ায় এবং বলেন যেখানেই পাইবে আমাকে সেখানেই শেষ করে দেবে।

বর্তমানে আমার ও আমার পরিবারের মানুষের প্রাণ সংশয় রয়েছে। এ কারন কোন উপায় না দেখে আমি আপনাদের সহায়তা কামনা করছি। আপনারা আপনাদের লেখনির মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সমাজের মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। সাথে সাথে সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনাও করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন।

এ ব্যাপারে সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে মিটিং চলছিল। এ সময় মিটিং থাকা কিছু ছেলেরা এ কাজটি করেছেন। যা করা তাদের ঠিক হয়নি। তবে ওই ঘটনার পুরো দোষারোপ তারা আমাকে করছেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,ঘটনাটি আমি শুনেছি। এ ছাড়া তারা ওই ঘটনা নিয়ে থানায় একটা অভিযোগ ও করেছেন। আমি বিষয়টি দেখার জন্য ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগটি পাঠিয়েছি।

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর)। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার ও তাদের দোসরদের হটিয়ে ঝিনাইদহকে শত্রুমুক্ত করে মুক্তিকামী বাংলার তরুণ বীর দামাল ছেলেরা। ঝিনাইদহে প্রথম উদিত হয় লাল-সবুজের পতাকা।



বিভিন্ন এলাকা থেকে শত্রুমুক্ত হওয়ার সংবাদ আসতে থাকে। মুক্তিসেনাদের সাঁড়াশি আক্রমণে পাকহানাদাররা যশোর ক্যান্টনমেন্টর দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৩ ডিসেম্বর মুক্ত হয় মহেশপুর, ৪ ডিসেম্বর কোটচাঁদপুর এবং ৫ ডিসেম্বর কালীগঞ্জ মুক্ত হয়।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা এলাকা দিয়ে কপোতাক্ষ ও চিত্রানদী অতিক্রম করে ৬ ডিসেম্বর মুক্তিকামীরা ঝিনাইদহে প্রবেশ করে জেলা শহর মুক্ত করে। এসব যুদ্ধে সারা জেলায় ২’শত ৭৬ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন জেলায় মাত্র দুজন। তারা হলেন বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ও বীর প্রতীক সিরাজুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ জেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন বলেন, ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ঘর থেকে দলে দলে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে এসে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে উল্লাস করতে থাকেন। ফুল দিয়ে তারা মুক্তিসেনাদের বরণ করে নেন। ঝিনাইদহবাসীর কাছে দিনটি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজয় শুধু আনন্দ নিয়েই আসে না, স্বজন হারানোর বেদনাও নিয়ে আসে। তবে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার দাবি জানান ১৯৭১ এর এই বীর সেনা।

সেনা লুব্রিকেন্টের সাথে সোহাগ ট্রেডার্সের ব্যবসায়িক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

সেনা কল্যান সংস্থার পন্য সেনা লুব্রিকেন্টের সাথে মেসার্স সোহাগ ট্রেডার্স এর ব্যবসায়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিক হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) বিকালে সেনাকল্যান ভবন লেভেল ৮ এ চুক্তি সম্পাদন হয়। সেনা কল্যান সংস্থার বিশ্বস্ত পন্য সেনা লুব্রিকেন্টের ইঞ্জিন অয়েল, গিয়ার অয়েল, হাইড্রোলিক অয়েল,

বিটুমিন, গ্রিস ইত্যাদি পন্যের সাথে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন সেনা লুব্রিকেন্টর পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন পাটোয়ারী, কর্নেল শাহাদাত হোসেন (অব.), মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর হারুন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাঈদ সিদ্দিকী, মেজর শওকত হোসেন ও সোহাগ ট্রেডার্সের কর্নধর ব্যবসায়িক ইমদাদুল হক সোহাগ।

ঝিনাইদহে বসুন্ধরা শুভসংঘের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দেশের সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা প্রবণ জেলা ঝিনাইদহ। প্রতিদিনিই খবরের কাগজ, টেলিভিশন দেখা যায় এ জেলার আত্মহত্যার খবর। তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সীরা নিজেদের নিমিষেই শেষ করে দেন। এ থেকে পরিত্রাণ ঘটেনি জেলাবাসীর। পরিসংখ্যান বলছে, গত দেড় দশকে এ জেলায় আত্মহত্যা করেছে ৫ হাজারের অধিক ব্যক্তি। এ সময়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন অন্তত অর্ধ লাখ মানুষ। এবার ঝিনাইদহের আত্মহত্যা প্রতিরোধে কাজ শুরু করেছে বসুন্ধারা শুভসংঘ। তারই অংশ হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহের ওয়াজির আলী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়।

বসুন্ধরা শুভসংঘের জেলা কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কেয়া রানী প্রামানিকের সঞ্চলানায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার সহকারী কমশিনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কাঞ্চননগর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, ফজর আলী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জয়া রানী চন্দ, কালের কণ্ঠ’র জেলা প্রতিনিধি অরিত্র কুণ্ডু, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমিন, সমাজকর্মী গাউস গোর্কি, জাহান লিমন, বসুন্ধরা শুভসংঘ জেলা কমটির সহ-সভাপতি

মাহমুদুল হাসান, রেক্সোনা খাতুন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শান্তা ইসলাম, রাফিকা ইসলাম শেফা, সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াদ হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাফায়েত হুসাইন, দপ্তর সম্পাদক সাগর ভৌমিক, কার্যকরী সদস্য মো. হাবিবুর রহমান সৌরভ, রিয়াজ হোসেন, রাসেল হোসেন, মোস্তাকিম হোসেন জীম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সহকারী কমিশনার সজল কুমার দাস বলেন, ‘আত্মহত্যার অন্যতম কারণ বিষন্নতা। বিষন্নতাকে দূর করতে শিক্ষার্থীদের মানসিক সাহস জোগাতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধুলাসহ সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে।’

তিনি আরো বলেন, ‘সম্প্রতি দেখা গেছে বাল্য বিবাহের কারণেও অনেক শিক্ষার্থী মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে। পরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এজন্য সকলকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক ভাবে আত্মহত্যা প্রতিরোধে প্রচারণা চালাতে হবে।’

বসুন্ধারা শুভসংঘের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে দেশে শুভসংঘ অনেক মানবিক ও সামাজিক কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ কর্মকান্ড দেশের সকল অঞ্চলে অব্যাহত রাখার দাবি জানান তিনি। অনুষ্ঠানে ফজর আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।